প্রবাহ
তিস্তা তোর্ষা
দেওয়ালেরও কান আছে।

● Registration No. - WBBEN/1999/4223 ● Postal Registration No. WB/NBSR/F-22/2015-17
● বর্ষ ১৮ ।। সংখ্যা - ৭ ● ৩১ জানুয়ারী ২০১৮ বুধবার, ১৭ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ ● মূল্য ৩ টাকা, বার্ষিক ৭৫ টাকা ● চার পাতা ● পাক্ষিক

করিমূলকে নিয়ে সেলফি তুললেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদ (নয়াদিল্লী)ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তির এক প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা করিমূল হক কি কখনো ভেবেছিলেন স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে নিয়ে সেলফি তুলবেন! যেটা তাঁর ভাবনার অগোচরে ছিল সেটাই বাস্তব হয়ে গেল পদ্মশ্রীর সৌজন্যে। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ পেয়ে এবার দিল্লী গিয়েছিলেন পদ্মশ্রী করিমূল হক। অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী ভিভিআইপিদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, রয়েছেন আসিয়ানভুক্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও, রয়েছেন ভারতের প্রধান সেনা নায়কও। সবার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে এগিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। দাঁড়িয়ে থাকা করিমূলকে পার ☛ এরপর তৃতীয় পাতায়

রাঁচি বা ঝাড়খন্ড যাবার ট্রেন বাস নেই

সাল ছুটিতে বাড়ী যেতে পারছেন না বাগান শ্রমিকরা

বিনয় নারজিনারীঃ ডুয়ার্স তরাইয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় দেড়শো বছরের বেশি পুরনো পরম্পরায় এবার ব্যাঘাত ঘটলো। সমস্যায় ডুয়ার্স তরাইয়ে চা বাগানে কর্মরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে উত্তরবঙ্গে যখন ব্রিটিশদের হাতে চা শিল্প তৈরী হয় তখন রাঁচি, ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন এলাকা থেকে আদিবাসী ☛ এরপর তৃতীয় পাতায়

কুয়াশাই বাধা ঃ গাড়িতেই সন্তান প্রসব প্রসুতির

সুপ্রিয় বসাক (ধূপগুড়ি) ঃ কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কম থাকায় পথ চলতে বাধা। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই পৃথক দুইটি ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্সেই সন্তান প্রসব করলেন দুই প্রসূতি। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোরে ধূপগুড়িতে। গাড়িতেই প্রসব হলেও দুই সদ্যজাত সহ প্রসুতিরা ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসকদের নজরেই রয়েছেন। বিশেষভাবে তাদের যত্ন নেওয়া হয়েছে।

ধূপগুড়ি ব্লকের আলতা-গ্রামের ডাঙাপাড়া এলাকার বাসিন্দা সেলিনা পারভিন-এর শুক্রবার ভোরে প্রসব যন্ত্রণার জেরে তাকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে ☛ এরপর চারের পাতায়

জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ও শালবাড়ী হাইস্কুলের সহযোগিতায় শালবাড়ী হাইস্কুলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের জন্ম দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সূর্য্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রয়েছেন বিধায়ক মিতালী রায় সহ অন্যান্যরা। ছবি ঃ নিজস্ব

বাঙালির পাতে মাছ ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগী রাজ্য মৎস দপ্তর

চলতি মাস থেকেই উত্তরবঙ্গের পাঁচশো জলাশয় সংস্কারের কাজে হাত দিচ্ছে তারা

অর্ণব সাহা ঃ মাছ চাষে উৎসাহ দিতে উত্তরবঙ্গের পাঁচশোরও বেশি অবহেলিত পড়ে থাকা জলাভূমি সংস্কার করে সেগুলিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মৎস্য দপ্তর। মৎস্য দপ্তর সুত্রে খবর, বিভিন্ন পুকুর, জলাশয়, ছোট নদীগুলিকে সংস্কারের পর সেখানে মাছ চাষের সুযোগ দেওয়া হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠী, তপশিলী উপজাতির মানুষ সহ অন্যান্যদের। বিষয়টিকে রাজ্য সরকার এতটাই গুরুত্ব দিচ্ছে যে, উত্তরবঙ্গের জন্য মৎস্য দপ্তরের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর পদ তৈরী করে ওই পদে আরএফ লেপচা নামে এক আধিকারিককে বসানো হয়েছে। ওই আধিকারিককে শিলিগুড়িতে পাঠানো হবে এবং তার দায়িত্বে থাকবে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা দেখার কাজ। এর আগে উত্তরবঙ্গে একটি ডেপুটি ডিরেক্টরের পদ ছিল। আরএফ লেপচা জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের দপ্তর পরিকল্পনা নিয়েছে, গোটা রাজ্য জুড়ে মাছ চাষ এবং মাছের উৎপাদন বাড়ানো হবে। এখন বাইরের রাজ্য থেকে যে বিরাট পরিমাণ মাছ রোজ আমাদের আমদানি করতে হয় তার পরিমাণ কমানোই এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। সেই কারণে উত্তরবঙ্গের পাঁচশোরও বেশি খারাপ অবস্থায় থাকা বিল, ঝিল, নদীগুলিকে সংস্কারের মাধ্যমে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে এবং সেখানে মাছ প্রতিপালন করা হবে। ☛ এরপর তৃতীয় পাতায়

ধূপগুড়ি থানা সারা দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থান অর্জন করায় পুরসভার পক্ষ থেকে এসপি অমিতাভ মাইতিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছেন এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, রয়েছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ সিং। ছবিঃ বিপ্লব সাহা

ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রাঙালীবাজনা জুনিয়ার গার্লস

তমাল চক্রবর্তী (আলিপুরদুয়ার) ঃ শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লকের অধিকাংশ জুনিয়র হাইস্কুলগুলো, এমনকি একই কারণে পাশ্ববর্তী কালচিনি ব্লকের গারোপাড়া জুনিয়ার গার্লস স্কুলটি শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে, কিন্তু শিক্ষকের অভাব থাকলেও ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছে ব্লকের রাঙালিবাজনা জুনিয়র গার্লস হাই স্কুলটি, সরকারী ভাবে মাত্র একজন অতিথি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু অপরদিকে তপসিলি জাতি ও উপজাতি হিসাবে বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২০০, তবে স্থানীয় জনগণ ব্লক প্রশাসন ☛ এরপর তৃতীয় পাতায়

সম্পাদকীয়

কন্যাশ্রী পড়ুয়ার বিয়ে বন্ধ হবে কবে?

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রী এখন বিশ্বশ্রী। কন্যাশ্রীর বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি মিলেছে; এটা আমাদের রাজ্যবাসীর কাছে অতীব গর্বের বিষয়, কিন্তু সংবাদপত্র এবং কিছু সামাজিক সচেতনামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার নিরিখে প্রায়ই বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে নাবালিকা বিয়ের খবর পাই। আরও দুঃখের কথা এরা সবাই স্কুল পড়ুয়া কন্যাশ্রী। প্রতিটি ব্লকেই এই নাবালিকা বিয়ের ঘটনা ঘটছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসে না। ঘটনা ঘে ট যাবার পর খবর পাওয়া যায়, আবার কোথাও খবরটাই চাপা থেকে যায় মেয়ের পরিবারের কথা ভেবে।

কন্যাশ্রী নিয়ে সরকারী প্রচার ষ্টাইফেন্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে নাবালিকা বিয়ে যে নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ, সেই প্রচারের বোধ হয় ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ১৫-১৬ বছরেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ ওই মেয়ে ১৮তে পা দিলেই যে ২৫ হাজার টাকা পাবে ওই ধ্রুব সত্য কথা জেনেও কিভাবে অভিভাবকরা এমন কাজ করে? মনে হয় যেভাবে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রচার তুঙ্গে উঠেছে একই ভাবে স্কুলের বাইরে গ্রাম-গঞ্জেও সচেনাতা মূলক আন্দোলন সংগঠিত করবার প্রয়োজন রয়েছে। সব ক্ষেত্রে প্রশাসনের ওপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই, প্রতিটি এলাকার প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা দরকার। অথচ বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এলাকায় এমন ঘটনা ঘটছে কিন্তু পঞ্চায়েত সদস্যরা সে খবর জানেন না। অভিজ্ঞতার নিরিখে এই কলম লিখলাম। কন্যাশ্রীর ষ্টাইফেন্ড দিয়েই কাজ শেষ হয় না, বাস্তব চিত্র আরও কঠিন যেগুলো এই কলমে লেখাও সম্ভব নয়, তবুও বলবো স্রেফ অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারনেই এই নাবালিকা বিয়ের ঘটনা ঘটছে, স্কুলের পাশাপাশি সামাজিক স্তরেও নাবালিকা বিয়ে বন্ধ হওয়ার বিষয়ে আরও প্রশাসনিক উদ্যোগ চাই।

কিছু ব্যক্তিগত ভাবনার কথা

দেবাশিস চক্রবর্তী

এখন জীবনের অনেকটাই পেরিয়ে এসেছি। চাওয়া পাওয়ার হিসেব নিকেশ করা হয়ত সাজেনা। তবুও কিছু কিছু ভাবনা এসে জমা হয় একেবারে একলা মুহূর্তে। ভাবি, কি করেছি এই জীবনে? সত্যিই কি কিছু করেছি? নাকি জীবনের মধ্যসত্তরে এসে হতাশায় ভুগছি! কেননা, চারদিকে যখন দেখি, এই অবহেলিত উত্তরবঙ্গের (কথাটা আবেগে বলছিনা) মানুষদের কর্মকান্ড নিয়ে রাজ্য সরকার (আগের বামদের কথা মাথায় রেখেই বলা হচ্ছে) এতটাই নজর-আন্দাজ করে, যে তাঁদের একমাত্র কিছু রাজনৈতিক পেশকার ছাড়া রাজ্যের জনসমক্ষে আসার কোন সুযোগই হয়না। অথচ, দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে এমনটা হয়ই না। সেখানে যে কোন প্রতিভার স্বীকৃতি হয় অল্পায়াসেই। 'অবহেলিত উত্তরবঙ্গ' শব্দবন্ধ সেই দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই চলছে এবং তার কোন প্রতিকার হয়নি তেমন করে। আট জেলার (আগে ছিল পাঁচটি) হাতে গোণা কয়েকজন শিল্পী, গায়ক অথবা খেলোয়াড় হালে পানি পেলেও সাহিত্য সংস্কৃতি বা নাটকের ক্ষেত্রে তেমন কোন স্বীকৃতি পাননি। পাবেন কোত্থেকে? তাঁদের ত পেশকার নেই কোন! একটু বিশদেই বলা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে এই তল্লাট থেকে আজ অব্দি একজনই আকাদেমি পেয়েছেন। তাঁর নাম অমিয়ভূষণ মজুমদার। যদিও বাম আমলে সেই সময়ে কোন একজন প্রভাবশালী জলপাইগুড়ির মন্ত্রী খানিকটা আক্ষেপের সঙ্গে অভিযোগ করেছিলেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের লেখকের নাম কেন ওঠেনা? তখন নেতারা প্রশ্ন তুলেছিলেন, এমন বিশেষ কোন সাহিত্যকারের নাম বলুন ত? তিনি অমিয়বাবুর নাম প্রস্তাব করেছিলেন এবং যেহেতু সেই সময়ে অমিয়ভূষণের 'রাজনগর' সবে প্রকাশিত হয়েছিল, তাই সেই উপন্যাসের জন্যেই তাঁকে আকাদেমী পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। অথচ, তার অনেক আগেই লেখকের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস 'গড় শ্রীখন্ড' দেশের সাহিত্য রসিকদের নজর কেঁড়েছিল! কিন্তু সেই প্রথম এবং সেই শেষ। আমরা ত জানি, এই উত্তরবঙ্গে বসেই বহু লেখক কবি নিভৃতে রচনা করে গিয়েছেন অসংখ্য উন্নত মানের সাহিত্য। তাঁদের অনেকেই আজ প্রয়াত।কিন্তু তাঁদের কথা সাহিত্য মোড়লদের কেউ ভেবেও দেখেননি। যদিও কলকাতানগরবাসী হয়ে এই উত্তরবাংলার কিছু লেখক কবি হালে পানি পেয়ে ধন্য হয়েছেন। প্রশ্ন হল, তাহলে কি পুরস্কার বা সম্মান পেতে সব সফল লেখক সাহিত্যিক কবি বা নাট্যকর্মীকেই কলকাতাবাসী হতে হবে? উত্তরবঙ্গে বসবাস করে স্বনামধন্য বেনু দত্তরায়, জগন্নাথ বিশ্বাস, তুষার বন্দোপাধ্যায়, পুণ্যশ্লোক দাসগুপ্ত, সমীর চক্রবর্তী, হিতেন নাগ প্রমুখদের মত মানুষ আজ প্রয়াত। তাঁদের কীর্তির কথা সকলেই জানেন। যেমন নাট্য ব্যক্তিত্ব অসিত ভট্টাচার্য, অজিত চক্রবর্তী, প্রতাপ চক্রবর্তী, সাবিত্রী রায় থেকে উত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলার অসংখ্য মানুষ তাঁদের জীবনে বলতে গেলে কিছুই পাননি । এখনো জীবিত রয়েছেন অনেক বহু কীর্তিমান মানুষ, যাঁদের কাজ নিঃসন্দেহে কলকাতার সরকারী পুরস্কার সম্মান পাওয়া অনেকের চাইতেই অনেক বেশি। কিন্তু, তাঁদের কোন মুল্যায়ন করবার প্রয়োজন মনে করেননি ঐ পেশকারের দল। ওঁরা কতটা খবর রাখেন, সে নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। আসলে রাজনীতি করাই হল এইসব সংস্থার (পুরস্কার, মুল্যায়ন করা) মূল বিষয়। না হলে, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মত অসাধারণ সাহিত্যস্রষ্টার অনেক আগেই সমরেশ মজুমদার আকাদেমী পান! বুদ্ধদেব গুহ'র মত সাহিত্য ব্যক্তিত্ব অচ্ছুত থেকে যান! যদিও এগুলো এই প্রতিবেদকের একান্ত নিজস্ব ভাবনা, তবু কথাগুলো কি কেবলই প্রলাপ মনে হচ্ছে ? একজন মানুষ যিনি দীর্ঘ ষাট বছরের ওপর সাহিত্য করলেন (চোমঙলামা), যিনি ছয় দশকের ওপর কবিতার জগতকে সমৃদ্ধ করলেন (বেনু দত্তরায়, তুষার বন্দোপাধ্যায়) যিনি উত্তরবঙ্গের নাট্যজগতকে দিয়ে গেলেন অনেক কিছু (অসিত ভট্টাচার্য, অমল চক্রবর্তী অজিত চক্রবর্তী প্রতাপ চক্রবর্তী) যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে দ্রোণাচার্য হয়ে জীবন শেষ করলেন (অজিতেশ ভট্টাচার্য) কিম্বা যিনি আঞ্চলিক গীতিকার ও লোকগীতি নিয়ে কাজ করে গেলেন (নীতিন সেনগুপ্ত) তাঁদের কথা কেউ মনে রাখেননি। বছরখানেক আগে সরকারের তরফে মৃত্যুশয্যায় শায়িত (সম্মান পাবার পরদিন প্রয়াত) বিমল ঘোষকে তড়িঘড়ি বঙ্গরত্ন দেয়া হয়েছিল। হাস্যকর বিষয় বলে অনেকেই কটাক্ষ করেছিলেন সেদিন। আজ এই উত্তরবঙ্গে রয়েছেন বেশ কিছু স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। ত্রিবৃত্ত পুরষ্কারের স্রষ্টা (এই পুরস্কার পেয়ে ধন্য হয়েছেন বাংলার বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক কবি ও নাট্যকার। আনন্দ পুরস্কারের চেয়েও পুরণো এই পুরস্কার) রণজিৎ দেব, যিনি একজন সফল সম্পাদক ও কবি , তাঁর নাম কেউ করেন না। যেমন সমীর চট্টো।পাধ্যায়, পুণ্যশ্লোক দাসগুপ্ত (সম্প্রতি প্রয়াত), বিপুল দাস, অর্ণব সেন, তুষার চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি সান্ত্রা, দিগ্বিজয় দে সরকার, অমর চক্রবর্তীসহ বহু প্রবীন কৃতি সাহিত্যিকের নাম কেউ করবার কথা ভাবেন না। নাটক নিয়ে যে কত অসাধারণ কাজ করেছেন এই উত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলার নট ও নাট্যকার, কেউ কি একবারের জন্যেও ভেবেছেন এঁদের কথা? হয়ত তাঁরা কোন রাজনৈতিক (পড়ুন ক্ষমতাসীন দলের) দলের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করেননি বলেই অগোচরে থেকে গিয়েছেন। আমরা আর কতদিন অবহেলিত হয়ে থাকব? অথচ এই উত্তরবঙ্গের সাংস্কতিক বিষয় আজ বাংলার গর্ব। এখান থেকে মন্ত্রী তৈরি হয়। কিন্তু তাঁদের যে কি কাজ সেইটেই জানতে ইচ্ছে করে। সুপ্রিমো ত সবসময়ে সবকিছুর খবর রাখতে পারেন না। অবশ্য, এগুলো সব একান্ত নিজস্ব ভাবনার কথা। পাঠকমহল এর গুরুত্ব নাও দিতে পারেন।

ট্রেনেই মৃত্যু ঃ ট্রেন থেকে নামানোর পর ঘন্টার পর ঘন্টা দেহ প্ল্যাটফর্মে

সুপ্রিয় বসাক (ধূপগুড়ি)ঃ চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে ট্রেনেই মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার পর ঘন্টার পর ঘন্টা মৃতদেহ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসেই কাটাতে হল মৃতের স্ত্রী এবং ভাইপোকে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকালে ধূপগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনে। মৃতের নাম আব্দুল লতিফ আহমেদ। তিনি অসমের বরপেটা রোড এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে সোমবার সকালে ডাউন কামরূপ এক্সপ্রেসে বরপেক্ষা রোড থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন ঐ পরিবার লতিফ আহমেদের চিকিৎসার জন্য। তার শ্বাসকষ্টজনিত রোগ ছিল। এদিন কোচবিহার ষ্টেশন পার হতেই অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেন তিনি। এরপর ফালাকাটা ষ্টেশন পার হতেই দেখা যায় লতিফ আহমেদের শারীরিক অবস্থা অবনতির পথে। এরপর ধূপগুড়ি ষ্টেশনে ঢোকার আগেই মৃত্যু হয় তার। বেলা ৪.১৬ নাগাদ ডাউন কামরূপ ধূপগুড়ি ষ্টেশনে ঢুকলে মৃতদেহ নিয়ে নামতে হয় মৃতের পরিবারকে। এরপর দিশাহীন অবস্থার মুখে পড়ে মৃতের পরিবার। ঘন্টার পর ঘন্টা দেহ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসে থাকলেও দেখা মেলেনি জিআরপি বা রেল পুলিশের। মেলেনি রেল কর্মীদের দেখা। সহযোগিতা না মেলায় স্থানীয়দের চেষ্টায় সংবাদ মাধ্যমকে বিষয়টি জানালে নড়েচড়ে বসেন রেল কর্তৃপক্ষ। আরপিএফ এবং জিআরপি-র পক্ষ থেকে ডাকা হয় অ্যাম্বুলেন্স। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ দেহটি উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মৃতের ভাইপোর দাবি ট্রেনে থাকা কালীন মৃত্যু হয় কাকার। চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে হঠাৎই মাঝপথে অসুস্থতা বোধ করে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। এই ষ্টেশনে নামানোর পর কেউ এগিয়ে আসেনি। এছাড়াও যে স্টেশনে নেমেছি সেখানকার এলাকা কিছুই আমাদের চেনাজানা নেই। কোথায় যাব কি করবো। এদিন বিকাল পাঁচটা নাগাদ এই ষ্টেশনে রুটিন ষ্টপেজে দাঁড়িয়ে যাওয়া উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের এক যাত্রীও নেমে গিয়ে মানবিকতার স্বার্থে জিআরপি এবং স্টেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে যান। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। ঘটনায় তিনিও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

যদিও ধূপগুড়ি স্টেশন মাষ্টার অমিত কুমার বলেন, খবর পেয়েছি, রেল কর্মীরা দেখে এসেছে। জিআরপিকে বলা হয়েছে এবং দেহ হাসপাতালে পাঠানো হবে।

জয়গাঁয় ভারত-ভূটান মৈত্রীর সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান

বিনয় নারজিনারী ঃ ভারত-ভূটান মৈত্রী ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জয়গাঁ ভূটান গেটের সামনে ভোজপুরি যুব মঞ্চ জয়গাঁর পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের আবক্ষ মূর্তি উম্মোচন করা হল। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি মোহন শর্মা, ফালাকাটার বিধায়ক অনিল অধিকারী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জয়গাঁ গণেশ বিশ্বাস, ভূটানের ভারতীয় দূতাবাসের কন্সোলেন্ট জেনারেল পিযুষ গুপ্তা। এছাড়া ভূটানের স্বরাষ্ট্র সচিব ডাসু সোনম টোগগে, ডাসু টিনলে দোরজি সচিব বিফা সহ ভারত ও ভূটানের বিশিষ্ট সম্মানীয়

☛ এরপর তৃতীয় পাতায়

গীতাঞ্জলী শিশু নিকেতনের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা

নিজস্ব সংবাদ ঃ ধূপগুড়ি কদমতলাস্থিত গীতাঞ্জলী শিশু নিকেতনের রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানের সূচনা হল ২৮ জানুয়ারী দুপুরে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধায়ক মিতালি রায়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও দীপঙ্কর রায়, পুর চেয়ারপার্সন ভারতী বর্মণ, ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ সিং, ধূপগুড়ি থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি রাজকুমার রায় সহ বিশিষ্ট জনেরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দূর্গাচরণ রায়। সঞ্চালনা করেন শিক্ষক রাখাল দে। উল্লেখ্য, ২৮, ২৯ ও ৩০ জানুয়ারী এই তিনদিন ধরে অবুষ্ঠান চলে। প্রতিদিনই অসংখ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

অসহায় শ্রমিকদের পাশে তৃণমূল জেলা পরিষদ সদস্য অমরনাথ ঝা

সুপ্রিয় বসাক (নাগরাকাটা)ঃ ডুয়ার্সে মাঝে-মধ্যে ঝাপ নামছে চা বাগানগুলোর। যার ফলে শ্রমিকদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর তাই এই অসহায় শ্রমিকদের পাশে দাড়াতে, বন্ধ নাগরাকাটা ব্লকের হিলা চা বাগানের শ্রমিকদের পাশে দাড়ালো শাসক দল। বুধবার সকালে চা বাগানে সভা করে অসহায় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সদস্য অমরনাথ ঝা। স্বাভাবিক ভাবেই শ্রমিকদের দুঃসময়ে শাসক দলকে পাশে পেয়ে খুশি শ্রমিক মহল।

এদিকে অমরনাথ বাবু ঘোষণা করেন, যতদিন চা বাগান খুলবে না ততদিন স্কুল গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে। সঙ্গে দেওয়া হবে রেশনও। এছাড়াও সপ্তাহে তিনদিন স্বাস্থ্য শিবির খোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে সংগঠন সুত্রেই জানা গেছে। প্রসঙ্গত গত ৭ জানুয়ারী কারণ ছাড়াই মালিকপক্ষ চা বাগান বন্ধ করে চলে যায়। প্রত্যন্ত এলাকার এই চা বাগানটির প্রায় ১৫০০ শ্রমিকের মাথায় নেমে আসে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। উল্লেখ্য, সংসার চালাতে উচু পাহাড়ে উঠে সূর্য্যমুখী ফুল তুলে তা বেচেই তাদের কোনভাবে সংসার চালানো একমাত্র ভরসা এই মুহুর্তে শ্রমিকদের। কিন্তু যেহেতু এই চা বাগান থেকে ১২ কিমি দূরে স্কুল তাই পড়ুয়ারাও দীর্ঘ এই পথ পায়ে হেটেই যাওয়া শুরু করে দেয়।

banglarpran.com

প্রেস ক্লাবের সারস্বত উৎসব অনুষ্ঠিত

অর্ণব সাহা (ধূপগুড়ি)ঃ উত্তরবঙ্গের চার বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ২০১৮ সালের সারস্বত সম্মানে ভূষিত করলো সেন্ট্রাল ডুয়ার্স প্রেস ক্লাব। প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সরস্বতী পুজোকে সামনে রেখে গত বছর থেকে এই সারস্বত সম্মান প্রদান চালু করেছেন ক্লাবের সদস্যরা। এ বছর দুদিন ব্যাপী ওই অনুষ্ঠানে সারস্বত সম্মান তুলে দেওয়া হয় ধূপগুড়ির আইসি সঞ্জয় দত্ত, সমাজসেবী সাজু তালুকদার, বেলাকোবার রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত ও সর্পপ্রেমী মিন্টু চৌধুরীকে। প্রত্যেকেই সম্মানিত হওয়ার পর প্রেস ক্লাবের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এ বছর ২১ ও ২২ জানুয়ারী দুদিন ধরে ধূপগুড়ি ডাকবাংলোতে প্রেস ক্লাবের মঞ্চে অঙ্কন, আবৃত্তি, অন্তাক্ষরী সহ বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। তবে এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে নজর কাড়ে সেরা খিচুড়ি এবং রূপে গুণে সেরা বাঙালি প্রতিযোগিতা দুটি। সেরা খিচুড়ি বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন ধূপগুড়ির বাসিন্দা মমি সাহা এবং রূপে গুণে সেরা হন শর্মি সাহা। ২২ জানুয়ারী সন্ধ্যায় আলো ঝলমলে মঞ্চে প্রকাশিত হয় সেন্ট্রাল ডুয়ার্স প্রেস ক্লাবের বার্ষিক পত্রিকা ৯কার। প্রেস ক্লাবের সদস্যরা ছাড়াও অতিথি হিসেবে মঞ্চে ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায়, স্থানীয় পুরসভার চেয়ারপার্সন ভারতী বর্মণ, ভাইস চেয়ারম্যান গুড্ডু সিং সহ ধূপগুড়ি পুরসভার একঝাঁক কাউন্সিলর। ওই রাতে আমন্ত্রণমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আসামের সঙ্গীত শিল্পী মার্ক এলভিন ও তার ব্যান্ডের সদস্যরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

প্রথম পাতার পর

সাল ছুটিতে বাড়ী যেতে

সম্প্রদায়ের মানুষদের চা বাগানে শ্রমিকের কাজের জন্য নিয়ে আসা হয়। তখন থেকে এখানকার ডুয়ার্স-তরাইয়ের বিভিন্ন চা বাগানে কর্মরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে একটি রীতি বা পরম্পরা চলে আসছে যে 'সাল ছুটি'র সময় তারা নিজের পরিবার পরিজনের সাথে দেখা করতে রাঁচি বা ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন এলাকায় যায়। চা বাগানে বারো মাস শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে ছুটি তারা প্রায় পায় না বললেই চলে। কিন্তু শীতের মরসুমে চা বাগানে শুখা মরসুম তখন চা পাতা থাকে না তখন চা বাগানে বিশেষ কাজ থাকে না এই সময় বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বার্ষিক ছুটি প্রদান করে কিছু দিনের জন্যে। চা বাগানের ভাষায় একে বলা হয় সাল ছুটি। সারা বছর রৌদ্রে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে চা বাগানে কঠোর পরিশ্রম করার পর সাল ছুটির সময় কটা দিন আনন্দে কাটাবার জন্যে নিজের আত্মীয় পরিজনকে দেখার জন্য বেশির ভাগ মানুষ ঝাড়খন্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এছাড়া এখানে বসবাসরত অনেকেরই ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন জায়গায় জমি রয়েছে এই সাল ছুটির সময় অনেকেই গিয়ে জমি তদারকি করে আসে কারন বছরের অন্য সময় তো চা বাগানের কাজ থেকে ছুটি পাওয়া যায় না। এবং যখন থেকে উত্তরবঙ্গে চা শিল্পের ইতিহাস তখন থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাল ছুটিতে ঝাড়খন্ড যাবার একটা রীতি চলে আসছে বংশ পরম্পরায়। কিন্তু এ বছর এই পরম্পরায় ব্যাঘাত ঘটলো কারণ এবার ডুয়ার্স-তরাই-এর চা বাগান এলাকা থেকে রাঁচি যাবার মত কোন মাধ্যম নেই। বিগত তিন মাস যাবৎ রাঁচি এক্সপ্রেস বন্ধ। এছাড়া আগে জয়গাঁ, আলিপুরদুয়ার থেকে এনবিএসটিসি বাস চালাতো রাঁচি অবধি, সেটাও প্রায় তিন বছর যাবৎ বন্ধ। এর ফলে বিপাকে পড়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। অনেকে সাল ছুটিতে রাঁচি যাবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল কিন্তু তারা এখন যেতে পারছে না। কুমারগ্রাম এলাকার এক শ্রমিক জানান যে, প্রস্তুতি নিয়েছিলাম যাবার কিন্তু ট্রেন বন্ধ, সরকারী বাস তো অনেক আগে থেকেই বন্ধ, অথচ আমার ওখানে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরী, ওখানে আমার জমি আছে সেগুলো দেখাটা জরুরী কিন্তু যেতে পারছি না, কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। আরেকজন মহিলা শ্রমিক জানান, আত্মীয় অসুস্থ অনেকদিন, ছুটিতে যাবো ভেবে রেখেছিলাম কিন্তু যাবার উপায় নেই যেতে হলে এখন ভেঙ্গে ভেঙ্গে অনেক গাড়ি বদল করে যেতে হবে যা কিনা খুবই সমস্যা। এই বিষয়ে আদিবাসী সংগঠন অখিল ভারতীয় সাধন মহাসভা ও সাদরি ভাষা বিকাশ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হরি কুজুর জানান যে, সাল ছুটিতে আমরা রাঁচি ও ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন এলাকায় অথবা ওখান থেকে আমাদের এখানে আসে, কিন্তু না আমরা যেতে পারছি না, ওখান থেকে কেউ আসতে পারছে। তিনি জানান তরাই ও ডুয়ার্স-এ চা বাগানে যে আমরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা কাজ করি, বছরের এই সময় আমাদের কাছে সুযোগ আসে বাইরে যাবার কিন্তু আমরা বঞ্চিত হচ্ছি আর এই বিষয়ে কারো কোন মাথাব্যাথা নেই। তিনি আরও অভিযোগ করেন, যারা জন প্রতিনিধি আছেন সাংসদ, বিধায়ক তাদের অদূরদর্শীতার জন্যে আজকের এই পরিস্থিতি। কারন তাদের এই বিষয়ে কোন ধারণা নেই যে ডুয়ার্স তরাই-এর আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা বঞ্চিত হচ্ছে নিজের আত্মীয় পরিজনদের সাথে দেখা করতে। তিনি আরও বলেন, সব জায়গা যাবার জন্যে এসি বাস, নাইট সুপার চালু হচ্ছে কিন্তু রাঁচি যাবার জন্যে কিছু হচ্ছে না। সরকারী বাস ও তিন মাস থেকে বন্ধ ট্রেন। তিনি শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের আর্জি জানান। এই বিষয়ে কুমারগ্রাম এলাকার ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার নেতা রবীন বাকলা জানান, আমরা শীঘ্রই সরকারী বাস ও রাঁচি এক্সপ্রেস চালুর দাবী জানাই। এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বোর্ড অফ ডাইরেক্টর সদস্য মৃদুল গোস্বামী জানান, বামফ্রন্টের আমলে এনবিএসটিসির অবস্থা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তারপর নতুন সরকার আসার পর অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে পরিস্থিতি ঠিক করা হয়েছে। এখনও অনেক কর্মীর অভাব রয়েছে, আর এই কর্মীর অভাবের জন্যে অনেক রুটে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে চালক ও কান্ডাকটর নিয়োগ করার প্রক্রিয়া চলছে প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে অনেক রুটের বাস যেগুলো বন্ধ রাখা হয়েছিল সেগুলো আবার চালু করা হবে।

প্রথম পাতার পর

চলতি মাস থেকেই

কোন কোন জলাশয়গুলি সংস্কার হবে সেগুলির একটি তালিকাও তৈরী করেছে মৎস দপ্তর। চলতি মাস থেকেই সংস্কারের কাজ শুরু হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এই মাসে ১৫টি জলাশয় সংস্কার হবে। যার মধ্যে রয়েছে কোচবিহারের রাজবাড়ি দিঘিও। সংস্কারের পর সেখানে রুই, কাতল, পাবদা, চিতল সহ বিভিন্ন মাছের চাষ হবে।

শংকর মাহালির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

তমাল চক্রবর্তী (আলিপুরদুয়ার)ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত বীর সেনানী শঙ্কর মাহালির মৃত্যু দিবস পালন করলেন গোটা আদিবাসী সমাজের মাহালি জাতির মানুষেরা, ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে ইংরেজ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের, এই আন্দোলনকে বাড়িয়ে তুলতে প্রথম সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী, তাঁর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন স্বর্গীয় শঙ্কর মাহালি, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরাধীন ভারতের শাসক ইংরেজদের নৃশংস নীতির মাধ্যমে আজকের দিনে অর্থাৎ ১৯ জানুয়ারী ১৯৪৩ সালে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাকে, তাই এই দিনটিকে স্মরণ করে আদিবাসী মাহালি গোষ্ঠীর লোকেরা তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, ডুয়ার্সের প্রায় প্রতিটি চা বাগান অঞ্চলে তাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়, আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া-মাদারীহাট ব্লকের বীরপাড়া চা বাগানে সন্ধ্যা ৬টায় তাঁকে উদ্দেশ্য করে মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁকে স্মরণ করা হয় ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়, এই দিনটিকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে আদিবাসী সমাজের পুরুষ ও মহিলারা।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হরিণের

সুপ্রিয় বসাক (মালবাজার)ঃ গতির বলি এবার হরিণ। গাড়ীর ধাক্কায় মৃত্যু হল এক হরিণের। মালবাজার মহকুমার চাপরামারি বনাঞ্চলে বৃহস্পতিবার সকালে রাস্তার উপর হরিণের মৃতদেহটি দেখতে পাওয়া যায়। বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর কালিখোলা ব্রিজের কাছে ঘটনাটি ঘটে। মৃত হরিণটির বয়স আনুমানিক ৬-৭ বছর। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এদিন সকালে হরিণটি রাস্তা পারাপার করার সময় নাগরাকাটাগামী একটি গাড়ি তীব্র গতিতে এসে হরিণটিকে ধাক্কা মারে। রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ছটফট করে মারা যায়। চাপরামারি বনাঞ্চলের খুনিয়া রেঞ্জের বিট অফিসার জীবন বিশ্বকর্মা জানান, মৃত হরিণটি পুরুষ ও ৬-৭ বছর বয়স হবে।

ঘটনায় চালসার বিশিষ্ট পরিবেশ কর্মী মানবেন্দ্র দে সরকার বলেন, বনাঞ্চলে গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণের কথা বহুবার বলা হলেও কেউ তা মানেন না। যার ফলে গাড়ীগুলি লাগামছাড়া ভাবে চালায়। এই কারণে মাঝে মধ্যে বন্য প্রাণীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তমাল চক্রবর্তী ঃ কোচবিহার প্রেস ক্লাবের প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোচবিহার ল্যান্স ডাউন হলে। এদিনের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ণ মন্ত্রী রবীন্দ্র নাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বন দফতরের মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডি.আই. রাজেশ যাদব, কোচবিহারের জেলাশাসক কৌশিক সাহা, কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার ড. ভোলানাথ পান্ডে, বিধায়ক মিহির গোস্বামী, কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি পুস্পিতা রায় ডাকুয়া, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান ভূষণ সিং সহ কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যরা।

দ্বিতীয় পাতার পর

জয়গাঁয় ভারত-ভূটান

ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন, এছাড়া অনুষ্ঠানে সমগ্র কালচিনি ব্লকের বিশিষ্টরা ও জয়গাঁ এলাকার প্রচুর জনগণের উপস্থিতি ছিল। আজকের অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল কালিম্পং থেকে আগত ব্যগপাইপার ব্যান্ড। সমগ্র কালচিনি ব্লকের সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজসেবীদের ভোজপুরি যুব মঞ্চের পক্ষ থেকে সম্মান প্রদান করা হয়। শাল ও মেমেন্টো দিয়ে। এছাড়া ভারত ও ভূটান দু-দেশের জাতীয় সঙ্গীত করা হয়। ভারত রত্ন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের আবক্ষ মূর্তি বিমোচন করেন সভাধিপতি মোহন শর্মা ও কন্সোলেন্ট জেনারেল পিযুষ গুপ্তা ও ভূটান থেকে আগত বিশিষ্ট অতিথিরা। ভোজপুরি যুব মঞ্চের সম্পাদক অনিল জয়সোয়াল জানান জয়গাঁর ইতিহাসে এটা প্রথম এত বড় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান যেখানে দুদেশের বিশিষ্ট মহানুভবেরা উপস্থিত ছিলেন যা কিনা ভারত-ভূটান মৈত্রীর একটি অন্যতম উদাহরণ আর পশ্চিমবঙ্গের বুকে এই প্রথমবার সীমান্তবর্তী শহর জয়গাঁতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের আবক্ষ মূর্তি উম্মোচন আমরা করতে পেরে আমরা নিজেরাই গৌরবান্বিত অনুভব করছি, তিনি ভোজপুরি যুব মঞ্চের সকল সদস্য ছাড়া যারা এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রথম পাতার পর

রাঙালীবাজনা জুনিয়ার

ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সক্রিয় সহযোগিতায় স্কুলটি আদর্শ স্কুলে পরিণত হয়েছে, স্থানীয় উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে স্কুলটিকে দাঁড় করিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন থেকে শুরু করে গ্রামের বাসিন্দারা তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। চা বাগান অধ্যুষিত এলাকা হবার জন্য এমনিতেই পিছিয়ে রয়েছে এলাকার ছাত্রীরা, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের শিক্ষিত করার কাজ বেশ সহজ হয়নি, এই স্কুলটি ২০১০ সালে তার যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে আজ সুনাম অর্জন করেছে এলাকায়, রেজাল্টের দিক থেকেও বেশ এগিয়ে। সম্প্রতি বিধায়ক কোটায় স্কুলের বাউন্ডারী ওয়াল পেয়েছে, স্কুল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শৈলেন রায় বলেন, অধিকাংশ ছাত্রী রুগ্ন মুজনাই চা বাগান থেকে স্কুলে আসে পড়াশোনা করতে, ফলে স্থানীয় শিক্ষিত মহিলারা শ্রমদান করছেন স্কুলে বিনা বেতনে, কিন্তু স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী বিভিন্ন অজুহাতে বিরোধ সৃষ্টি করছেন, ফলে অসুবিধায় পড়ছেন স্কুলের ছাত্রীরা থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা, মিড-ডে মিলের রান্না করতে আসা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা, তবে এই বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সব কিছু জানানো হয়েছে, তারা আশ্বাস দিয়েছেন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পঞ্চায়েত সদস্যর কথা অনুযায়ী দ্রুত যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে একদিন পাশ্ববর্তী কালচিনি ব্লকের স্কুলের মতো অবস্থা হয়ে যাবে এই স্কুলটির, এই বিষয়ে বেশ চিন্তিত এলাকার সাধারণ মানুষ ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বাড়িতে ছিলেন না বলে কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি, তবে স্কুলটির বর্তমান পঠন-পাঠন নিয়ে বেজায় খুশি সব মহল।

প্রথম পাতার পর

করিমূলকে নিয়ে সেলফি

করে চতুর্থ জনের কাছে চলে গেলেন, চকিতে ঘুরে ফিরে এসে করমর্দন করলেন করিমূলের সঙ্গে। তাঁকে বললেন তুমি এসেছো খুব খুশি হয়েছি, তোমার দাবীর (চেল নদীর ওপর সেতু) কথা আমার দেমাকে আছে। দু-মিনিট সময় অতিবাহিত করলেন বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদার সঙ্গে। অনেকের চোখ ছানাবড়া, কে এই ব্যক্তি! যাকে এতটা গুরুত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী! লাজুক কন্ঠে করিমূল বললেন, স্যার আপনার সাথে একটা ছবি তুলতে চাই। মূহুর্তে ছবির জন্যে পোজ দিলেন সহাস্যে নরেন্দ্র দামোদার দাস মেদী, কিন্তু তিনি নিজেই বুঝলেন এই ছবি করিমূলের কাছে কিভাবে পৌঁছবে! উপস্থিত হাই প্রোফাইল ভিভিআইপিদের অবাক করে করিমূলের হাত থেকে মোবাইল ফোনটা নিয়ে নিজেই করিমূলকে নিয়ে সেলফি তুললেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সৌজন্যতার কারনে, যারা করিমূলকে একটু আগেও দেখেও না দেখার ভান করছিলেন তাদের কাছেও করিমূলের গুরুত্ব বেড়ে গেল। তার কাছে তখন ভিভিআইপিদের ভিড়। সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে পরিচিত হলেন ছবিও তুললেন। করিমূল দেখতে পেলেন রাহুল গান্ধীকে। এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচিত হতে রাহুল গান্ধী জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোথা থেকে আসছেন? করিমূল বললেন, বাংলার জলপাইগুড়ি থেকে। জলপাইগুড়ি বোঝাতে তিনি দেবপ্রসাদ রায়ের (মিঠুদা) নাম করতে খুশি হলেন রাহুল গান্ধী। করিমূলের আবদার মেটাতে সহাস্যে রাহুল গান্ধীও ছবির পোজ দিলেন করিমূলের সঙ্গে।

দয়াময়ী হোমিও হল

ডাঃ সুব্রত সেন

B.H.M.S. (কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ান

ডাউকিমারী রোড ঃঃ নেতাজীপাড়া

ধূপগুড়ি ঃঃ জলপাইগুড়ি

রোগী দেখিবার সময় ঃ বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা

শনিবার পূর্ণ দিবস (সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা) রবিবার বন্ধ।

(২) রেজিষ্ট্রি অফিস পাড়া, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি

প্রতিদিন ঃ সকাল৮টা থেকে ৯.৩০ মিনিট।

মোবাইল ঃ ৯৩৩২২-১৪৪৮২, ৯৬৩৫৭-১১৫৭৭

বিজ্ঞপ্তি

ঘরে বসে **প্রবাহ তিস্তা-তোর্ষা**

পেতে বার্ষিক গ্রাহক হোন, মূল্য - ৭৫ টাকা

যোগাযোগ নম্বর ঃ ৮৭৫৯১৫৮৩৮৩

ধূপগুড়িতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদ ঃ সমষ্টি উন্নয়ণ দপ্তরের উদ্যোগে ধূপগুড়ি শহরে কেন্দ্রীয় ভাবে অনুষ্ঠিত হল ৫৯তম প্রজাতন্ত্র দিবস। ধূপগুড়ি পৌর ফুটবল ময়দানে সকাল ৯টা নাগাত অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে বিডিও দীপঙ্কর রায়ের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে। অনুষ্ঠানে গার্ড অফ অনার গ্রহণ করেন বিডিও দীপঙ্কর রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ধূপগুড়ি থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত এবং বানারহাট থানা ওসি বিপুল সিন্‌হা। মার্চ পাষ্টে অংশগ্রহণ করে সিভিক ভলান্টিয়ার, সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ধূপগুড়ি হাইস্কুল, শালবাড়ী হাইস্কুল, গয়েরকাটা হাইস্কুল, বানারহাট হাইস্কুলের এনসিসি বাহিনী এবং আইসিডিএস বাহিনী। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ট্যাবলো ছাড়াও দমকল বাহিনীর ইঞ্জিনও মাঠ প্রদক্ষিণ করে।

অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপেশ্বর রায়কে মরনোত্তর সম্মান জানিয়ে তাঁর পুত্রবধূর হাতে মানপত্র ও স্মারক সম্মান তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপেশ্বর রায়ের সুযোগ্যা নাতনি তথা ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালী রায়। অনুষ্ঠান মঞ্চে বিধায়ক ছাড়াও বিএমওএইচ, সিডিপিও সহ বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে পূর্ব মল্লিকপাড়া বিদ্যানিকেতন, নুপুর নিপ্পন ও শালবাড়ী হাইস্কুলের এনসিসি ক্যাডটবৃন্দ, ছিল সেনসাই উদ্ধব রায়ের নেতৃত্ব ক্যারাটে প্রদর্শনী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুকান্ত ভট্টাচার্য্য।

☛প্রথম পাতার পর

সন্তান প্রসব প্রস্তুতির

নিয়ে আসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে রওনা দেন তার স্বামী। কিন্তু ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কম থাকায় আলতাগ্রাম-ধূপগুড়ি মাত্র ১৫কিমি রাস্তা আসতেই সময় লাগে প্রায় ১ঘন্টা। আর তাতেই বিপত্তি। মাঝ রাস্তাতেই সন্তান প্রসব করেন সেলিনা। পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনি। তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে নার্সরা ওই মহিলা ও তার সদ্যোজাত সন্তানকে হাসপাতালের নির্দিষ্ট বিভাগে নিয়ে যায়।

ঠিক একইভাবে ধূপগুড়ির নাথুয়ার ফটকটারি এলাকার দিপালী রায় অধিকারীর প্রসব যন্ত্রণার জেরে তার ননদ ভোরবেলা ধূপগুড়ি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু মাঝ রাস্তাতেই কন্যা সন্তানের জন্ম দেন দিপালী। ১৮ কিলোমিটার রাস্তায় কুয়াশা কাটিয়ে এই হাসপাতালে আসতে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘন্টা। বর্তমানে দিপালী রায় অধিকারীও ধূপগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অ্যাম্বুলেন্স চালক বাধ্য হয়েই ধীর গতিতে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে আসছিল এবং দেরী হওয়াতেই পথেই চলন্ত গাড়িতে সন্তান প্রসব করেন বলে জানিয়েছেন প্রসুতির আত্মীয়রা।

ধূপগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সব্যসাচী মন্ডল বলেন, দুজন শিশুই যথেষ্ঠ ভালো রয়েছে। সন্তান ও মায়ের

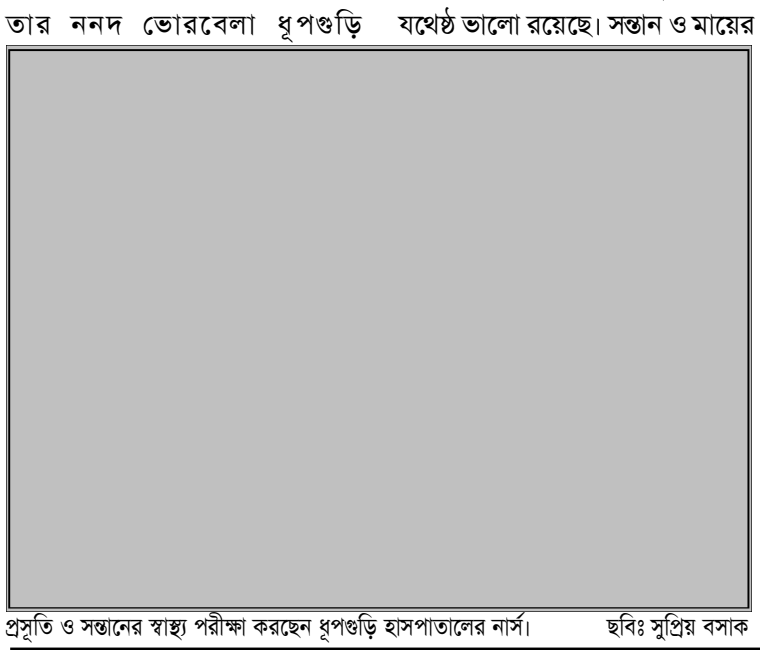

প্রসূতি ও সন্তানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন ধূপগুড়ি হাসপাতালের নার্স। ছবিঃ সুপ্রিয় বসাক

নিজের ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের পরিকল্পনা

মেজাজ হারিয়ে সৎ মায়ের হাতে ছুরিকাহত মেয়ে

সুপ্রিয় বসাক (ধূপগুড়ি)ঃ নিজের ভাইয়ের সঙ্গে প্রেম এবং আগামীতে বিয়ের পরিকল্পনা, পাশাপাশি বাপের বাড়িতে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে সৎ মেয়েকে দেখতে পেয়ে মেজাজ হারিয়ে সৎ মায়ের হাতে ছুরিকাহত হল মেয়ে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের খট্টিমারী এলাকায়। আহত অবস্থায় ঘটনার শিকার উর্মিলা রায়কে প্রথমে ধূপগুড়ি ও পরে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

মায়ের মৃত্যুর পর উর্মিলার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং উর্মিলারও অন্যত্র বিয়ে হয়। কিন্তু গত কয়েক মাস থেকে সৎ মায়ের ভাই রবীন শীলের সঙ্গে উর্মিলার সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে অভিযোগ। তার জেরেই ছুরি দিয়ে সৎ মেয়েকে খুনের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ।

উত্তর খট্টিমারী এলাকায় সৎ মামা রবীন শীলের বাড়িতে উর্মিলাকে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। এদিন উর্মিলার সৎ মা অনিতা শীল বাপের বাড়ি আসলে বেশ কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি হয় উভয় পক্ষের। রবীন শীল ধূপগুড়ি হাসপাতালে দাঁড়িয়ে উর্মিলার সৎ মা তথা নিজের দিদি অনিতা শীলের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেন, উর্মিলার সৎ মা ছুড়ি দিয়ে আঘাত করেছেন। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে রবীন শীলই আহতকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে চিকিৎসকরা আহতকে পরীক্ষা করে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তবে ঘটনায় এখনও পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি।

গ্রন্থমেলার সূচনার পাশাপাশি উদ্বোধন ই-গভনেন্স পরিষেবা

সুপ্রিয় বসাক (ধূপগুড়ি)ঃ ধূপগুড়ি পুরসভার মুকুটে ফের নতুন পালক। শুক্রবার বিকেলে ধূপগুড়ি পুর ফুটবল ময়দানে পুরসভার পক্ষ থেকে আয়োজিত ষষ্ঠ ধূপগুড়ি গ্রন্থমেলার সূচনা হল। এদিন গ্রন্থমেলার অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে থেকে উদ্বোধন হল পুরসভার ই-গর্ভনেন্স পরিষেবা।

এবার থেকে পুর কর জমা দেওয়া থেকে শুরু করে পানীয় জলের বিল সবই অনলাইনের মাধ্যমে জমা দিতে পারবেন পুর এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার ধূপগুড়ি পুরসভা পরিচালিত ষষ্ঠ গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে রিমোটের বোতাম টিপে অনলাইন পুর পরিসেবার শুভ সূচনা করেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। কোলকাতার পর উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোন পুরসভা অনলাইন পরিষেবা চালু করল। সৌরভ বাবু জানান, ২০১২ সালে তৃণমূল ধূপগুড়ি পুরসভার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যে দ্রুত গতিতে এলাকার উন্নয়ণ করছে তা মানুষের কাছে অভাবনীয়। ধূপগুড়ি আমাদের কাছে মডেল পুরসভা। তাই একটি মডেল পুরসভা হিসেবে নাগরিকদের আরও উন্নততর সুবিধা দিতে অনলাইনের মাধ্যমে পুর পরিষেবা চালু করা হল। ধূপগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গুড্ডু সিং বলেন, আমরা চাই পরিসেবা পাওয়ার জন্য নাগরিকদের যেন বারবার পুরসভায় ছুটে আসতে না হয়। ধূপগুড়ি পুরসভার এই গ্রন্থমেলায় এবার ৩৪টি ষ্টল রয়েছে। বিভিন্ন নামীদামি প্রকাশনা সংস্থা তাদের বইয়ের সম্ভার নিয়ে মেলায় হাজির হয়েছে। উল্লেখ্য, এদিন ধূপগুড়ি গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করেন কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার। এছাড়াও কিছুদিন আগেই প্রয়াত বিশিষ্ট কবি

বালাসুন্দরে নাবালিকার বিয়ে রুখে দিল পুলিশ

মিল্টন দাস (বালাসুন্দর, ঘোষকাডাঙ্গা)ঃ বিয়ের রান্না-বান্না চূড়ান্ত পর্যায়ে, কনেকে সাজানো শেষ, বাড়ি ভর্তি আত্মীয়-স্বজন, বিয়ের সানাই বাজছে, বরের গাড়ি আসার অপেক্ষার সকলে পথ চেয়ে, আর ঠিক সেই সময় বরের গাড়ির পরিবর্তে পুলিশের গাড়ি আসে ফালাকাটা ব্লকের সীমান্ত লাগোয়া, ঘোকসাডাঙ্গা থানার অন্তর্গত বালাসুন্দর গ্রামে।

গত শুক্রবার প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন যেখানে সকলে স্বাধীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছিলেন, সেখানে কোচবিহার জেলার ঘোকসাডাঙ্গা থানার অন্তর্গত বালাসুন্দর গ্রামে এক ১৬ বছর বয়সের নাবালিকাকে অন্যায় ভাবে বিয়ে দিতে চলেছিল পিতা-মাতারা। স্থানীয় সুত্রে খবর আসে ধূপগুড়ি তিস্তা-তোর্ষা ফাউন্ডেশন এনজিও-তে। সেখান থেকে দুজন সদস্য শুভ দাস ও আয়ুষ রায়কে সমস্ত ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে পাঠানো হয় ওই গ্রামে। সকল তথ্য সংগ্রহ করে তারা জানতে পায় নাবালিকার নাম রাখি সরকার (১৬), পিতা বাসুদেব সরকার আর এদিকে পাত্রের নাম সুধীর সরকার, পিতা জীবন সরকার, আলিপুরদুয়ার জেলার একাংশ জুড়াপানির বাসিন্দা। আয়ুষ ও শুভ প্রথমে ফালাকাটা থানায় খবর দেয়। পুলিশ আসে, কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় স্থানটি ঘোকসাডাঙ্গা থানার অন্তর্গত হওয়ার তাদেরকে ফিরে যেতে হয়। এনজিওর সদস্যরা তৎক্ষণাৎ ইন্টারনেট থেকে নম্বর সংগ্রহ করে ঘোকসাডাঙ্গা থানার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে এবং থানা থেকে পুলিশ এসে রাত ৯টা বিবাহ বন্ধ করে। পুলিশ সুত্রে খবর নাবালিকার ১৮ বছর না হবার কারনে তার বিয়ে দেওয়া যাবে না। ১৮ বছর হলেই সেই ছেলের সাথেই বিবাহ সম্পন্ন হবে।

শালবাড়ী হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত

নিজস্ব সংবাদে ঃ রীতিমত কেক কেটে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে ২০ জানুয়ারী শালবাড়ী হাইস্কুলের ৬৯ তম জন্মদিন পালিত হল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মিতালী রায়। উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ সিং, ধূপগুড়ি থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত সহ বিশিষ্ট জনেরা। আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ শালবাড়ী হাইস্কুলের শৃঙ্খলার ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুদীপ সিন্‌হার পরিচালনায় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানের সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চারা ভূমি প্রণামে অংশ গ্রহণ করে। নৃত্য প্রশিক্ষিকা রুমা দত্তের পরিচালনায় ও শিক্ষিকা শায়রী ব্যানার্জীর সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত চারটি নৃত্যানুষ্ঠান দর্শকদের মন জয় করে নেয়। ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় নাটক কন্যাশ্রী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষিকা শ্যামশ্রী চক্রবর্তী, শিক্ষক জগবন্ধু অধিকারী ও সাহিদার রহমান। আমন্ত্রিত শিল্পী 'আমি সেই আইডল'র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী গোবিন্দ দাস ও শিব শংকর চক্রবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এক মনোজ্ঞ ও দুঃসাহসিক ক্যারাটে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় সেনসাই কৈলাশ বর্মণের (ব্ল্যাক বেল্ট সেকেন্ড ডান) নেতৃত্বে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতের বিভাগীয় প্রধান বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া গবেষক ও শিল্পী ড. জয়ন্ত বর্মণের সঙ্গীতানুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের এনসিসি ক্যাডেটদের দ্বারা পরিবেশিত বর্ডার সিনেমার গানের সঙ্গে নৃত্যের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই দিনের কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে। শেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠানের সময় বিদ্যালয় চত্বর কলেজ সোস্যালের রূপ ধারণ করে।

Printed, Published & Owned by Dr. Krishna Deb and Printed at **Bhagat Ofset Press**, Coochbehar, Composed by '**Art Tech**' D.T.P. Centre, Satsanga Para, Bairatiguri, Dhupguri, Dt. Jalpaiguri (W.B), Mob-98324-34930 and published at Bairatiguri, P.O- Dhupguri, Dt. Jalpaiguri, West Bengal, PIN- 735210
EDITOR: **DR. KRISHNA DEB**, M-9832488488, Ph. & Fax-03563-250234, E-mail: prabahatistatorsha@gmail.com

bangladarpan.com